দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

সম্পাদকীয়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট

শিক্ষার ভিত্তি হইল প্রাথমিক বিদ্যালয়। অথচ এই ধরনের বিদ্যালয়ে অবকাঠামোসহ বিভিন্ন সংকট বিদ্যমান। বিশেষত শিক্ষক সংকটের কারণে এইসব বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হইতেছে। কোন কোন স্কুলে আছেন মাত্র একজন শিক্ষক। সেই ক্ষেত্রে তিনিই প্রধান শিক্ষক, তিনিই সহকারী শিক্ষক। তাহার একার পক্ষে সবকিছু সামলানো কখনই সম্ভব নহে। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে নাই প্রধান শিক্ষক। সেইখানে একজন সহকারী শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। যেহেতু প্রধান শিক্ষককে প্রশাসনিক কাজ এবং সরকারি ও স্থানীয় নানা কর্মসূচি নিয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাই সেইখানেও স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে চারজন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু দেশের অধিকাংশ স্কুলেই তাহা নাই। প্রায় ৯৭ ভাগ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির কৃতিত্ব রহিয়াছে সরকারের। তবে এইসব শিক্ষার্থীকে যদি ধরিয়া রাখিতে হয় এবং প্রাথমিকে ঝরিয়া পড়ার হার আরও কমাইয়া আনিতে হয়, তাহা হইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটসহ নানা সমস্যার সমাধানে আমাদের মনোযোগী হইতে হইবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন হইয়াছে। পিএসসি পরীক্ষা প্রবর্তনসহ ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হইয়াছে। একের পর এক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে এবং বর্তমানেও এই প্রক্রিয়া চালু রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও শিক্ষক সংকট দেখা দিতেছে, যাহা অপ্রত্যাশিত। বিশেষত নূতন করিয়া জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়েই এই সংকট তুলনামূলকভাবে বেশি। জাতীয়করণের সুফল পাইতে হইলে এইসব বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হইবে এবং তাহাদের বেতন-ভাতাদিও নিশ্চিত করিতে হইবে। তথ্যমতে, নূতন জাতীয়করণসহ বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩ হাজারের বেশি। তন্মধ্যে পুরাতন সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ১০ হাজার এবং নূতন জাতীয়করণকৃত আরও ১৫ হাজার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নাই। তাহার মানে সব মিলাইয়া প্রধান শিক্ষকের পদ খালি ২৫ হাজার। ইহাছাড়া আরও অন্তত ৩০ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ বর্তমানে খালি রহিয়াছে। এই শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করা দরকার।

সহকারী শিক্ষকের পদ তৃতীয় শ্রেণির। তাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এই পদ পূরণের উদ্যোগ নিতে পারে। তবে বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে। এই পদে ৬৫ ভাগ পদোন্নতি ও ৩৫ ভাগ সরাসরি নিয়োগ দেওয়ার বিধান রহিয়াছে। যেহেতু বর্তমানে পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির, তাই আইন অনুযায়ী এই পদ পূরণের জন্য সরকারি কর্মকমিশন তথা পিএসসির ভূমিকাই মুখ্য। এইজন্য দ্রুত কাজ করিতে হইলে দরকার আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সমন্বিত উদ্যোগ। তাহাছাড়া মামলা-মোকদ্দমার কারণেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা যাইতেছে না বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহারও সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পর্যায়ক্রমে উচ্চশিক্ষিত জনবল নিয়োগ, কারিকুলাম সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি আমলে নিতে হইবে। সার্বিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বাড়াইতে হইবে বিনিয়োগ। আমরা অবিলম্বে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের অবসান চাই।